দুনিয়ার জীবন ও
আখেরাতের চিরন্তন জীবন

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছেঃ "দুনিয়ার জীবন ও আখেরাতের চিরন্তন জীবন।"

দু'টি মূল শব্দ ل ع ب এবং ل ه و দ্বারা ৩টি ফরমে গঠিত শব্দ সমূহ পবিত্র কোরআনে ২০ বার এসেছে এবং ৩টি ফরমে গঠিত শব্দ সমূহ পবিত্র কোরআনে ১৬ বার ব্যবহৃত হয়েছে। لَعِبٌ অর্থ খেলাধুলা এবং لَهْوَ অর্থ তামাশা কৌতুক।

لَهْوَ এর আরেকটি অর্থ রয়েছে বিমুখ করা, বিভ্রান্ত করা।

لَهْوَ الْحَدِيث অর্থ অসার কাহিনী।

পবিত্র কোরআন থেকে এ সংক্রান্ত ১০টি আয়াত উল্লেখ করা হচ্ছেঃ

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

সুরা ৬ আন'আম, আয়াতঃ ৩২

১) দুনিয়ার জীবনটা খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছু নয়।

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ
أَفَلَا تَعْقِلُونَ (32)

পার্থিব এ জীবন খেল-তামাশার (ও আমোদ-প্রমোদের) ব্যাপার ছাড়া আর কিছুই নয়, প্রকৃতপক্ষে পরকালের আরামই হবে তাদের জন্যে মঙ্গলময়, যারা তাকওয়া অবলম্বন করে। তবুও কি তোমাদের বোধদয় হবে না?

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

সুরা ৬ আন'আম, আয়াতঃ ৭০

২)যারা তাদের দ্বীনকে খেল-তামাশা হিসাবে গ্রহণ করে।

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ
أَن تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ
وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَّا يُؤْخَذْ مِنْهَا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْسِلُوا بِمَا
كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (70)

যারা নিজেদের দ্বীনকে খেল-তামাশার বস্তুতে পরিণত করেছে   তুমি তাদেরকে বর্জন করে চলবে। এই পার্থিব জগতে তাদেরক সম্মোহিত করে তাদেরকে ধোকায় নিপতিত করেছে, কুরআন দ্বারা তাদেরকে উপদেশ দিতে থাক।, যাতে কোন ব্যক্তি স্বীয় কৃতকর্মের জন্য ধ্বংস না হয়,

কিয়ামতের দিন আল্লাহ ছাড়া তার কোন বন্ধু ও সুপারিশকারী থাকবেনা, আর দুনিয়াভর বিনিময় বস্তু দিয়েও (আল্লাহর শাস্তি হতে) মুক্তি পেতে চাইলে সেই বিনিময় গ্রহণ করা হবে না, তারা এমনই লোক যে, নিজেদের কর্মদোষে আটকা পড়ে গেছে, ফলে তাদের কুফুরী করার কারণে তাদের জন্য ফুটন্ত গরম পানিয় এবং যন্ত্রণদায়ক শাস্তি রয়েছে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

সুরা ৭ আ'রাফ, আয়াতঃ ৫১

৩) যারা তাদের দ্বীনকে খেল-তামাশা হিসাবে গ্রহণ করেছিল এবং দুনিয়ার জীবন তাদেরকে প্রতারিত করে রেখেছিল।

الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَهْوًا وَلَعِبًا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَالْيَوْمَ
نَنسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَٰذَا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ (51)

যারা নিজেদের দ্বীনকে খেল-তামাশার বস্তুতে পরিণত করেছিল এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে প্রতারণা ও গোলক ধাঁধাঁয় নিমিজ্জিত করে রেখেছিল, সুতরাং আজকের দিনে আমি তাদেরকে তামনিভাবে ভূলে থাকবো যেমনিভাবে তারা এ দিনের সাক্ষাতের কথা ভূলে গিয়েছিল এবং যেমন তারা আমার নিদর্শন ও আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

সুরা ২৯ আনকাবুত, আয়াতঃ ৬৪

৪)এ ই দুনিয়ার জীবন খেল-তামাশা ছাড়া আর কিছুই নয়। আখেরাতের জীবনই চিরন্তন জীবন, যদি তারা জানতো।

وَمَا هَٰذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (64)

এই পার্থিব জীবনতো ক্রিড়া কৌতুক ব্যতীত কিছুই নয়। পারলৌকিক জীবনইতো প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানত।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

সুরা ৩১ লুকমান, আয়াতঃ ৬

৫) কোন কোন ব্যক্তি এলেম ছাড়াই মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিপথগামী করার উদ্দেশ্যে অসার কাহিনী কিনে আনে এবং আল্লাহর পথ সম্পর্কে বিদ্রুপ করে। এদের জন্য রয়েছে অপমানকর আযাব।

সুরা ৩১ লুকমান, আয়াতঃ ৬

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ (6)

মানুষের মধ্যে কেউ কেউ অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহর পথ হতে(মানুষকে) বিচ্যুত করার জন্যে অবান্তর কথাবার্তা ক্রয়(সংগ্রহ) করে এবং এই পথটিকেই ঠাট্টা-বিদ্রুপ করে; তাদের জন্যে রয়েছে অবমাননাকর শাস্তি।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

সুরা ৪৭ মুহাম্মাদ, আয়াতঃ ৩৬

৬)দুনিয়ার জীবনটা তো একটা খেল-তামাশা

সুরা ৪৭ মুহাম্মাদ, আয়াতঃ ৩৬

إِنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا

يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ (36)

দুনিয়ার জীবনতো শুধু খেল-তামাশার, যদি তোমরা ঈমান আনো ও তাকওয়ার পথে চলো তবে আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিফল দিবেন। আর তিনি তোমাদের ধন-সম্পদ চান না।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

সুরা ৫৭ আল হাদিদ, আয়াতঃ ২০

৭) জেনে রাখো দুনিয়ার জীবনটা হলো খেল-তামাশা চাকচিক্য, পারস্পরিক অহমিকা এবং ধন-মাল ও সন্তান সন্ততির প্রাচূর্য লাভের প্রতিযোগিতা।

সুরা ৫৭ আল হাদিদ, আয়াতঃ ২০

اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ

فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ

فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ

مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ (20)

তোমরা ভালোভাবে জেনে রেখো, দুনিয়ার জীবনতো খেল-তামাশা, জাঁকজমক, পারস্পরিক অহংকার প্রকাশ, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগীতা ব্যতীত আর কিছুই নয়; এর উপমা বৃষ্টি, যার দ্বারা উৎপন্ন শস্য-সম্ভার কৃষকদের চমৎকৃত করে, অতঃপর ওটা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি ওটা হলুদ বর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে ওটা খড়কুটায় পরিণত হয়। পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। দুনিয়ার জীবন ছলনাময় ধোকা ব্যতীত কিছুই নয়।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

সুরা ৬২ জুমু’আ, আয়াতঃ ১১

৮) তারা যখন ব্যবসা এবং তামাশা-কৌতুক দেখতে পেল, তখন তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে তারা ছুটে গেল সেদিকে। তুমি বলো আল্লাহর কাছে যা রয়েছে সেটা খেল-তামাশা এবং ব্যবসার থেকে কল্যাণকর। আল্লাহই সর্বোত্তম রিযিকদাতা।

সুরা ৬২ জুমু’আ, আয়াতঃ ১১

وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ

خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (11)

যখন তারা কোন ক্রয়-বিক্রয় বা খেল-তামাশা দেখে তখন তারা তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে সেদিকে ছুটে যায়। বলঃ আল্লাহর নিকট যা আছে তা খেল-তামাশা ও ক্রয়-বিক্রয় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ রিযিকদাতা।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

সুরা ২৪ আন নূর, আয়াতঃ ৩৭

৯) সেইসব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও বেচা-কেনা বিরত রাখে না আল্লাহর যিকির, সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান থেকে।

رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (37)

সে সব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য, ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর যিকির হতে এবং নামায কায়েম ও যাকাত প্রদান হতে বিরত রাখতে পারে না, তারা ভয় করে সে দিনকে যে দিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ

সুরা ২৪ আন নূর, আয়াতঃ ৩৮

১০) যাতে করে আল্লাহ তাদের আমলের উত্তম পুরষ্কার তাদের দিতে পারেন এবং বৃদ্ধি করে দিতে পারেন তাঁর অনুগ্রহ থেকে।

সুরা ২৪ আন নূর, আয়াতঃ ৩৮

لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (38)

যাতে তারা যে কর্ম কর তজ্জন্যে আল্লাহ তাদেরকে উত্তম পুরস্কার দেন এবং নিজ অনুগ্রহে তাদের প্রাপ্যের অধিক দেন; আল্লাহ যাকে ইচ্ছা অপরিমিত রুযী দান করেন।

দুনিয়ার জীবনের ক্ষণস্থায়ীত্ব এবং আখেরাত জীবনের স্থায়ীত্ব সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা উপরের আয়াতগুলোতে সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। আয়াতগুলো আরবী ও বাংলা তরজমা সহ কয়েকবার ভালো করে তেলাওয়াত ও অধ্যয়ন করলে এবং একটু গভীরভাবে চিন্তা করলে এগুলো বুঝতে কোন অসুবিধা হবে না ইনশাল্লাহ। তবে হিদায়াতের মালিক আল্লাহ তায়ালা। চেষ্টা করতে হবে অন্তরের অন্তস্থল থেকে বলতে হবে اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) " তুমি আমাদের হিদায়াত করো (পরিচালিত করো)সিরাতুল মুস্তাকিমের (সরল,সোজা,সঠিক পথের)দিকে"।

আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

……………………………………………………………